

কলার ফিউজিরিয়াম উইল্ট (পানামা) এবং সিগাটোকা রোগের জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক সমন্বিত ব্যবস্থাপনা

কলা বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও পুষ্টিকর ফল। বাংলাদেশের সকল স্থান কম বেশী কলার চাষ উপযোগী। কিন্তু বিভিন্ন রোগ বালাইয়ের কারণে ব্যাপকভাবে কলার ফলন হ্রাস পায়। এ সকল রোগের মধ্যে ফিউজিরিয়াম উইল্ট ও সিগাটোকা রোগের কারণে কলার উৎপাদন কমে যায়।

ফিউজিরিয়াম উইল্ট (পানামা) রোগ : *Fusarium oxysporum f.sp. cubense* নামক ছত্রাক দ্বারা সংগঠিত হয়।

লক্ষণ :

- ◆ প্রথমে বয়স্ক পাতার কিনারা হলুদ হয় এবং পরে কচিপাতা ও হলুদ বর্ণ ধারণ করে।
- ◆ পাতার কিনারা ও বোঁটা ফেটে যায় এবং পাতা বোটার কাছে ভেঙ্গে নিচে ঝুলে পড়ে।
- ◆ গাছের কাণ্ড লম্বালম্বি ভাবে ফেটে যায়।
- ◆ ভাস্কুলার টিস্যু হলুদে বাদামী রং ধারণ করে।



চিত্র ৪ : পানামা রোগের লক্ষণসমূহ

সিগাটোকা রোগ : *Mycosphaerella musicola* নামক ছত্রাক দ্বারা সংগঠিত হয়।

লক্ষণ : প্রাথমিকভাবে ৩য় বা ৪র্থ পাতায় ছোট ছোট হলুদ দাগের সৃষ্টি হয়। দাগগুলো ক্রমশঃ বড় হয় ও বাদামী বর্ণ ধারণ করে। একাধিক দাগ মিলে বড় দাগের সৃষ্টি হয় ও পাতা পুড়ে যায়।



চিত্র : সিগাটোকা রোগের লক্ষণসমূহ

প্রযুক্তি :

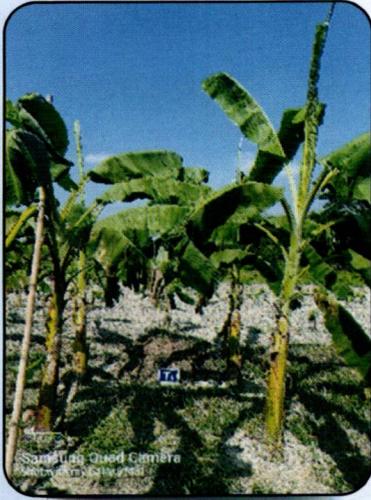
রোগমুক্ত বাগান থেকে সাকার সংগ্রহ + পিট তৈরী করে সাকার লাগানোর ৭ দিন পূর্বে প্রতি পিটে ৫ গ্রাম হারে লাইকোমেঞ্জ (মেটারিজিয়াম+বিভোরিয়া+ট্রাইকোডারমা হারজিয়ানাম+ট্রাইকোডারমা ভিরিডি) মিশানো + ডাইনামিক (বেসিলাস) প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে সাকার লাগানোর পূর্বে সাকার শোধন করা + পাতার দাগ বা হলদে ভাব দেখার সাথে সাথে প্রোপিকোনাভল গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন- টিল্ট ০.৫ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতায় স্প্রে করা এবং ১৫ দিন পরপর ডাইনামিক (বেসিলাস নামক বালাইনাশক) প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে পাতায় ১৫ দিন পরপর ৩ বার স্প্রে করা।



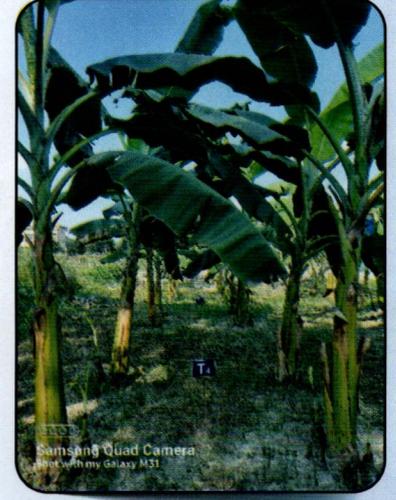
চিত্র : সাকার শোধন



চিত্র : চারা রোপণ



চিত্র : কৃষকের প্রচলিত পদ্ধতিতে রোগের প্রয়োগ



চিত্র : সমন্বিত বালাইনাশকের ব্যবহারের ফলে রোগ মুক্ত গাছ

প্রকাশনায়



উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

গাজীপুর-১৭০১

টেলিফোন : ০২-৪৯২৭০১৮৪, E-mail : cso.path@bari.gov.bd

অর্থায়নে

বাংলাদেশ শাক-সবজি, ফল ও পান ফসলের পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (বারি অংগ)

প্রকাশকাল

জুন ২০২২ খ্রি.

মুদ্রণ সংখ্যা ৩০০০ (তিন হাজার) কপি